

বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল
টরন্টো, কানাডা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

০৯ আগস্ট ২০২১, টরন্টো

টরন্টোর বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল, টরন্টো বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মাধ্যমে উদযাপন করেছে। বঙ্গমাতার গৌরবময় জীবন ও অবদান নিয়ে মিশন একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য প্রটোকল প্রতিপালনের মাধ্যমে এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।



অনুষ্ঠানের শুরুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। বঙ্গমাতার জীবন নিয়ে নির্মিত বিশেষ তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর মিশনের কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশ নিয়ে বঙ্গমাতার গৌরবময় অবদানের কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন।

কনসাল জেনারেল নাসিম উদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ৭ মার্চের ভাষণের ঠিক আগে বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে তিনি যা জাতির জন্য মঙ্গলজনক বিশ্বাস করেন, তাই বলার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সে অনুসারে বঙ্গবন্ধু তাঁর হৃদয় থেকে সেই অমোঘ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম! এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!" বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকীর প্রতিপাদ্যের উপর আলোকপাত করে কনসাল জেনারেল বলেন,

Mujib Year's Diplomacy: Friendship & Prosperity

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব অনুপ্রেরণা, ধৈর্য এবং ভালবাসার প্রতীক। তিনি আরো বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর জীবনে ছিলেন এক অপার আশীর্বাদ, যিনি তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পরিবারকে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে দৃঢ়ভাবে পরাধীনতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামে সাহস যুগিয়েছিলেন।



কনসাল জেনারেল বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জাতির পিতার ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে প্রত্যেককে সর্বোচ্চ অবদান রাখার আহ্বান জানান। বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

Mujib Year's Diplomacy: Friendship & Prosperity